Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ।০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶১০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। বহু স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ৵০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

মহারাজা, রাজা, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট ও বহু অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত

সোণামুখী কেশ তৈল

কেশের জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণে ও গন্ধে অতুলনীয়।

মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা।

চ্যবনপ্রাশ ৵১ সের (৮০ তোলা) ১০৲

বাতের তৈল প্রতি শিশি ২৷৷০ টাকা

কবিরাজ শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী, কবিরত্ন ও কবিরাজ শ্রীআশুপ্রসন্ন গাঙ্গুলী, কবিরঞ্জন

সোণামুখী ভবন, পোঃ মণিগ্রাম (মুর্শিদাবাদ)

৩৮শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—৮ই শ্রাবণ বুধবার ১৩৫৮ ইংরাজী 25th July. 1951 | ১১শ সংখ্যা

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়? হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের উপায় স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি ও বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
মূল্য ছয় পয়সা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৮ই শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৫৮ সাল।

অহিংসা ও ত্যাগের দেশে বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি-প্রতিযোগিতা

—•—

আমাদের দেশে একটী প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে—

"ঝড়ে কাক মরে,
ফকিরের কেরামত বাড়ে।"

এক ফকির ভাত রেঁধে, খাবার পূর্ব্বে নমাজ করতে আরম্ভ করেছে, এমন সময়ে এক কাক তার জাত ভাই সবকে কা কা করে ডেকে, সবাই মিলে ফকিরের ভাত খেয়ে, ছড়িয়ে নষ্ট ক'রে দিল। ফকির নমাজ সেরে কাকগুলোকে অভিসম্পাত ক'রে বল্লে—"সব কৌয়া আভি মর যাগা"। বৈশাখ মাসের বৈকালে কালবৈশাখীর প্রবল ঝড় উঠিল। ঝড়ের প্রকোপে গাছ পালার ডাল ভাঙিয়া অনেক কাক মরিয়া গেল। তখন ফকির স্পর্দ্ধা করিয়া লোকের কাছে নিজের কিম্মৎ জাহির করিল—"হামারী ভাত খাকে কৌয়া শালা লোগন কা আখের দেখো।"

দুই দুইটী মহাযুদ্ধে এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কারণে ইংরাজ অন্তঃসার শূন্য হইয়া ভারতবর্ষকে দুভাগ করিয়া কংগ্রেসকে এক ভাগ আর মোসলেম লীগকে আর এক ভাগের শাসন ভার দিয়া উভয়ের ভাবী কলহের বীজ বপন করিয়া দিয়া এদেশ ত্যাগ করিল।

কংগ্রেস দলভুক্ত অহিংস বীরগণ জোর গলায় প্রচার করিতে লাগিলেন—আমাদের ত্যাগ আর অহিংসার প্রতাপে ইংরাজকে দেশ ছাড়া হইতে হইল। মোসলেম লীগের যোদ্ধাগণ আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন এই বলিয়া—যে আমরা "লড়্কে লেঙ্গে পাকীস্থান" এই চিৎকার করিয়া ইংরাজকে তাড়াইয়াছি। কংগ্রেস ভারত ভাগ করিতে বাধ্য হ'য়েছে আমাদের এই গানের ঠেলায়—

"দূর হটো, দূর হটো রে কংগ্রেসবালা
পাকীস্থান হামারা হ্যায়।"

যাঁদের হাতে গবর্ণমেণ্ট তাঁরা যা বলিবেন তাই মানিতে সকলেই বাধ্য। একজন উচ্চপদস্থ কংগ্রেসী যদি ঘুসি পাকিয়ে দাঁড়িয়ে অন্নহীন বস্ত্রহীন দরিদ্রকে বলেন "কিঃ! আমি অহিংস নই? বলো, বলো আমি অহিংস কি না? যদি অহিংস না বলো, এক ঘুসিতে তোমার নাক ভেঙে দিব।" ভাত কাপড়ের কাঙাল দুর্ব্বল ব্যক্তি প্রাণের দায়ে তাড়াতাড়ি বলিবে—"আজ্ঞে, আপনার মত অহিংস পৃথিবীতে নাই।"

ত্যাগের মহিমা দেখাইয়া যে সব কংগ্রেসী আজ ভোগের আসনে অধিষ্ঠিত, তাঁহারা কংগ্রেস আঁকড়াইয়া থাকিতে আরাম বোধ করিতেছেন। আর যাঁহারা অন্যের চাট্‌নি খাওয়া দেখিয়া সিক্ত রসনায় লালা গলাধঃকরণ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না তাঁহারা কংগ্রেসীদের কুকর্ম্মের প্রচার কার্য্য গ্রহণ করিয়া অত সাধের কংগ্রেসকেই ত্যাগ করিয়া ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন। এই সব ত্যাগী মহাত্মাগণের অধিকাংশের কংগ্রেস ত্যাগের আরও একটী কারণ আছে। তাঁহারা সাধারণ নির্ব্বাচনে লাভজনক আসন ও ক্ষমতা প্রাপ্তির প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া, কংগ্রেসের প্রতি দেশের বর্ত্তমান বিরক্তির আধিক্যে স্থানে স্থানে উপনির্ব্বাচনে, জেলা বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটী প্রভৃতির নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের লজ্জাজনক পরাজয় নিরীক্ষণে বুঝিয়াছেন দেশের অধিকাংশ লোকই কংগ্রেসকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছে—এ দলে থাকিয়া সাধারণ নির্ব্বাচনে মতলব হাসিল করা অসম্ভব। তাই কেহ দল তৈরী করিতেছেন, কেহ অন্যের তৈরী দলে ঢুকিয়া নির্ব্বাচন বৈতরণী পার হইবার সুযোগ খুঁজিতেছেন।

এই দলত্যাগের ব্যাপারে সব চেয়ে কীর্ত্তি রাখিলেন ভারত সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রী জনাব আমেদ কিদোয়াই তাঁহার দোহারকী করিবার জন্য সঙ্গে রয়েছেন পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীঅজিত জৈন। কিদোয়াই সাহেবের সঙ্গে শ্রীযুত জৈন কায়ার সনে ছায়ার মত চলিতেছেন। সজৈন কিদোয়াই সাহেব পাটনার মজলিস্, বাঙ্গালোরের মজলিস্ সব দেখে শুনে কংগ্রেস ছাড়ি কি ছাড়ি না করিয়া শেষ অবধি কংগ্রেস ও মন্ত্রীগিরি দুইই ছাড়িবার এতালা দিয়া ত্যাগের চরম আদর্শ দেখাইলেন। ভারতের প্রধান মন্ত্রী কিদোয়াই সাহেবকে ছাড়িতে নারাজ। আকের জমিতে জল সেচন করিতে যেমন জমিস্থিত "কুক্‌সীমা" নামক গাছও জল পায়, তেমনি জৈন সাহেবকেও জনাব সাহেবের সমান সম্মান দেখাইয়া ন্যায়ের সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য প্রধান মন্ত্রী নেহেরু সাহেব দুজনকেই মন্ত্রিত্ব-ত্যাগ-পত্র প্রত্যাহার করাইলেন। গান্ধীজী ভিন্ন, প্যাটেলজী ভিন্ন, রাজ্য চলে, কিন্তু কিদোয়াই ভিন্ন চলে না। কংগ্রেসের সভাপতি রাজর্ষি ট্যাণ্ডন ইঁহাদের কংগ্রেস ছাড়িয়া শুধু মন্ত্রিত্ব করা চলে না, বলিয়া প্রধান মন্ত্রীকে জানাইলেন। কংগ্রেস-ত্যাগী কিন্তু মন্ত্রিত্ব ত্যাগ-পত্র প্রত্যাহারীদ্বয় এক মিলিত বিবৃতিতে কংগ্রেস সভাপতিকে বেশ নরম গরম শুনাইলেন। যে উক্তির জন্য প্রধান মন্ত্রী নেহেরু সাহেবকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুঃখ প্রকাশ করিয়া শ্রীযুক্ত ট্যাণ্ডনকে পত্র লিখিতে হইল। কুলোকে রটাইতেছে এর মধ্যে ঝানু বণিকের ব্যবসাদারী গৈবী চালও রহিয়াছে। কোন কোন ব্যবসাদার কিদোয়াই ও জৈনকে তফাৎ করিতে চাহে, আবার অন্য বণিকদল এঁদের মন্ত্রিত্ব বজায় রাখা চাহে। এ সব ব্যাপারে বেশ বুদ্ধির ছক্কা পাঞ্জা খেলা চলিতেছে। রাজনীতি ক্ষেত্রে যাঁহারা মোড়লী করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই দেশের জনসাধারণকে মনে করে এদের বুদ্ধি নাই, এদের যা বলিবে, এরা তাই বুঝিবে। কিন্তু তাহা সব সময়ে হয় না। নিজেদের বুদ্ধিমান মনে করিলেই লোক বুদ্ধিমান হয় না। একটী অল্প বয়স্কা পল্লীবধূও

গ্রামের হোমড়া চোমড়া লোকদের বুদ্ধির দৌড় দেখিয়া তাহাদের স্বরূপ ধরিতে সক্ষম হইবার সুযোগ পাইয়াছিল। সেই গল্পটী বলিতেছি।

এক পল্লীগ্রামে রামাই কামার নামে এক অতি কৃপণ কর্ম্মকার বাস করিত। সে লোহার কাজ করিয়া বেশ দু' পয়সা জমাইয়াছে। রোজগারের টাকাগুলি দিয়া সোনার গিনি কিনিয়া সুতার তৈরী জালের সরু থলিয়ায় পূরিয়া কোমরে বাঁধিয়া রাখিত। পেটেও ভাল খাবার খাইত না। লোহা ঠ্যাঙাইয়া যা রোজগার করিত, প্রায় সবই গিনি করিত। কোমরের সেই গেঁজে নামক জালই ছিল তার ব্যাঙ্ক। তাহার আত্মীয়স্বজন ও গ্রামবাসীরা রামাই-এর অন্তিমকালে তাহাকে বলিল—তার শ্রাদ্ধ শান্তির জন্য টাকাকড়ি কিছু আছে কি না? রামাই তখনও মিথ্যা কথা বলিয়া সবকে বুঝাইল একটী পয়সাও তার নাই। কাজেই কোন আত্মীয়ই তার সেবা শুশ্রূষা করিতে অগ্রসর হইল না। যেদিন রামাই মরিল, দুর্গন্ধের জন্য কোনও লোক তাহার সৎকার করিতেও গেল না। গ্রামের পঞ্চায়েৎ ডোম ডাকাইয়া ৩৲ টাকা চাঁদা তুলিয়া তাহাদের মজুরী দিয়া রামাই-এর গলায় একটী কলসী বাঁধিয়া নদীতে ফেলিয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন। পরণের কাপড়খানি এত ছেঁড়া ও মলমূত্র মাখা, যে ডোমেরাও তাহা না খুলিয়া একটী বাঁশে বাঁধিয়া নদীর ধারে লইয়া গিয়া শবের গলায় এক কলসী বাঁধিয়া ডুবাইয়া দিল। কচ্ছপাদি জলজন্তু কলসীর দড়ি কাটিয়া দেওয়ায় রামাইএর শবদেহ ভাসিতে ভাসিতে এক স্নানের ঘাটের কাছে ঝোঁপে ঠেকিয়া রহিল। একটী মোড়লদের তরুণী বউ সর্ব্বপ্রথমে ঘাটে গিয়া দেখিল—মড়ার কোমরে জালির মধ্য হইতে সোনার মত কি সব ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। তখন সে কৃপণ রামাই কামারের শব অনুমান করিয়া মড়ার কাছে বসিয়া জালির সুতা ছিঁড়িতে সুরু করিল। মড়া ফুলিয়া ওঠায় সুতা ছিঁড়িতে একটু সময় লাগিল। মোহর শুদ্ধ জালি আঁচলে বাঁধিয়া সে বাড়ী চলিয়া আসিল। আসিয়া সব গিনি ঘরের এক কোণে পুঁতিল। গ্রামের অপর একটী বউ তাকে মড়ার কাছে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া গ্রামে রটাইল—মোড়লদের ছোট বউ রাক্ষসী হয়েছে, সে ঘাটে মড়া খাচ্ছিল। বউটীর স্বামী ভিন্ন গ্রামে চাকরী করে। তার ভাসুর এই জনরব শুনিয়া বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাকীমায়ের কাছে ঘেঁসিতে নিষেধ করিয়া দিল। ভাইকে চিঠি লিখিল—তোমার বউ রাক্ষসী—সে মড়া খাচ্ছিল। তুমি হয় তাকে তার বাপের বাড়ীতে রাখিয়া আইস, না হয়, তাকে নিয়ে অন্যত্র বাস কর। ছেলে পিলের বাড়ীতে তার স্থান হইবে না। তার স্বামী পত্র পাঠ মাত্র আসিতেই ছোট বউ তাকে ইসারা করিয়া ঘরে ডাকিল। বেচারী দাদার কথা শুনিয়া, একা বউ-এর কাছে যাইতে সাহস করিল না, পাছে কামড়ে দেয়। বাহির হইতেই স্ত্রীকে বলিল—তোমার জিনিসপত্র সব নিয়ে চল, তোমাকে তোমার বাপের বাড়ীতে রেখে আসি। বউটী স্বামীর আদেশ শুনিয়া মেজের কোণ হইতে মোহরগুলি লইয়া একখানি কাপড়ের পুঁটলি বাঁধিয়া স্বামীর আগে আগে চলিল। পথিমধ্যে স্বামীকে প্রকৃত সংবাদ দিবার জন্য যেই পিছন দিকে তাকায় তার স্বামী পাঁচ হাত পিছিয়ে আসে, পাছে রাক্ষসী বউ কামড়ে দেয়। কিছু দূর গিয়ে দেখে রাস্তায় জল জমেছে, পথিক সব পাশের ধানলাগান জমির মধ্য দিয়া পথ করিয়া চলিয়াছে। জমির মালিক প্রথম পথে কাঁটা দেওয়ায় আর এক জায়গা দিয়া লোকজন চলিবার পথ করিল। এমনিভাবে তিন চার জায়গায় মালিক কাঁটা দিয়া বন্ধ করায় লোকে আর এক জায়গা দিয়া পথ করে। যদি কাঁটা না দিত, জমি দিয়া একটী পথই হইত, সামান্য ধান গাছ নষ্ট হইত। মালিকের বুদ্ধিহীনতা দেখিয়া বউটীর স্বামী তার সম্বন্ধে মন্তব্য করিল—বেটা জমির মালিক তো খুব বুদ্ধিমান! নিজের দোষে প্রচুর লোকসান করিল। বউটী মোহর পাওয়ার আনন্দসংবাদ স্বামীকে যতবার দিবার আগ্রহ দেখায়, স্বামী ভয়ে তার কথা না শুনিয়া পিছন দিকে সরিয়া যায়। তাই বউটী রাগিয়া তার জমিওয়ালার বুদ্ধির মন্তব্যের উপর মন্তব্য করিল—

এক বুদ্ধিমান রামাই কামার
আর বুদ্ধিমান ভাশুর আমার,
আর বুদ্ধিমান তুই,
আর বুদ্ধিমান যে শালার এই ভুঁই।

তারপর পুটলি খুলিয়া দূর হইতেই অতগুলি গিনি তাকে দেখাইবামাত্র সে বউ-এর কাছে আসিয়া আনুপূর্ব্বিক সব ব্যাপার শুনিয়া, বউকে বাড়ী ফিরাইয়া আনিল। দাদাকে বলিল—"রাক্ষসী হউক, আর পেত্নীই হউক, যখন নারায়ণ সাক্ষী করে বিয়ে করেছি, তখন ওকে কোথা ফেলবো? ভাগ্যে যা আছে হবে।" এই ব'লে চাকরী ছেড়ে দিয়ে বহু টাকার মালিক হ'য়ে ঘরকন্না করতে লাগলো। বউটা রাক্ষসী ব'লে ওর বাড়ীতে চোর ডাকাত কেহই আসিত না। আমাদের দেশের বুদ্ধিমানের দল, বুদ্ধিমান বণিকের দল, প্রতিযোগিতায় কার কত দূর দৌড়, দেখিবার জন্য সমস্ত জগৎ দর্শক হইয়া অপেক্ষা করিতেছে। যে দেশে শতকরা ৮০ জন লোক নিরক্ষর, সে দেশে বুদ্ধিমানের দল নিজেদের মধ্যেই বুদ্ধির গুতোগুতি করুক। তবে একথা বলা যায়—জনসাধারণ কিছু করিতে পারুক আর নাই পারুক, মতলববাজরা যতই ফন্দী করুক না কেন জনসাধারণের হৃদয়ে তাহাদের জন্য পুঞ্জীভূত ঘৃণা সঞ্চিত হইয়া থাকিবে।

প্রতিবাদ-পত্র

মাননীয় জঙ্গীপুর সংবাদের সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু—

আপনার ১৯শে আষাঢ় ৩৮ বর্ষ। ৮ম সংখ্যায় কান্তনগর নিবাসী শ্রীপঞ্চানন রায় মহাশয় যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক ও অমূলক। মনিগ্রামের মধ্য দিয়া যে রাস্তা সাধারণে ব্যবহার করিত তাহা জেলা বোর্ডের তালিকাভুক্ত নহে। উহা মনিগ্রামের গ্রামবাসিগণের ব্যবহারিক রাস্তা। আর যাহা জেলা বোর্ডের তালিকাভুক্ত রাস্তা তাহা মির্জ্জাপুর হইতে আসিয়া মনিগ্রামের উত্তর দিক হইয়া পূর্ব্বদিক বেষ্টন করিয়া গিয়াছে। তাহা জনসাধারণ নির্ব্বিবাদে ব্যবহার করিতেছে। মনিগ্রামের জনসাধারণ কেবল গ্রামবাসিগণের ব্যবহারিক রাস্তা অন্য গ্রামবাসিগণের ব্যবহারের জন্য বন্ধ রাখিয়াছে। তাহাও গ্রামবাসিগণ গায়ের জোরে করে নাই। গ্রামবাসিগণের বিশেষ অসুবিধা ও গোগাড়ী ও ঘোড়ার হিড়িকে অনেকগুলি ছেলে চাপা পড়ায় তদন্ত করিয়া মাননীয় ভূতপূর্ব্ব জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয় বন্ধের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। মনিগ্রামের জনসাধারণ কোনরূপ অন্যায় করে নাই বা অন্যায়পূর্ব্বক রাস্তা বন্ধ রাখে নাই।

অনুগ্রহ করিয়া এই সংবাদ আপনার সংবাদপত্রে পরিবেশন করিয়া জনসাধারণের ভ্রান্তি অপনোদন করিবেন। ইতি—১৯।৭।৫১

মনিগ্রামের জনসাধারণের পক্ষে
ডাঃ শ্রীকণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়,
সাং মনিগ্রাম।

[পর পৃষ্ঠা দে

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ২০শে আগষ্ট ১৯৫১

১৯৫১ সালের ডিক্রীজারী

৮ মনি ডিঃ বিমলেন্দুনাথ সরকার দিং দেং প্রভাত-কুমার দাস দাবি ১৭৯৶৯ থানা সুতী মৌজে ফতেউল্লাপুর গাজিন ঘোড়াপাখিয়া ২০॥০ শতকের কাত ।৪ আঃ ৩০৲ খং ৫৩৭ ২নং লাট থানা ঐ মৌজে ফতেউল্লাপুর ১০।০ শতকের কাত ৵৪ পাই আঃ ১০৲ খং ২৬২ ৩নং লাট মৌজাদি ঐ ৪ শতকের কাত ৶০ আঃ ২৲ খং ১০৯ ৪নং লাট মৌজাদি ঐ ১॥০ শতকের কাত ৲১১ পাই আঃ ১৲ খং ৩৪১ ৫নং লাট থানা ঐ মৌজে রোসুনপুর ৩ শতকের কাত ৲৪ আঃ ১৲ খং ৮৭

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৫১

১৯৫১ সালের ডিক্রীজারী

৩০৮ খাং ডিঃ সুভাষিণী দাসী দেং কোররাম সেথ দিং দাবি ১২৮৩ থানা সুতী মৌজে গান্ডিরা ২ শতকের কাত ১০ আঃ ৫৲ খং ১৪৪

২২২ খাং ডিঃ বীণাপাণি দেবী দেং রাহেলানেসা বিবি দাবি ২২৮৶০ থানা সুতী মৌজে বহুতালী ১৯ শতকের কাত ২॥৶০ আঃ ৫৲ মূল নিষ্কর খং ৭৮৫ প্রজার খং ৭৮৯

১৫৭ খাং ডিঃ জিল্লার রহমান মিঞা দেং নাকফোড় হালদার দিং দাবি ২৭।০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে হবিপুর ৭২ শতকের কাত ২৮৶১৩৮০ আঃ ২০৲ খং ৫০

৩১৬ খাং ডিঃ মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ দেং আবদুল গোফুর বিশ্বাস দিং দাবি ৩২।৬ থানা সুতী মৌজে নয়াবাহাদুরপুর ১৪৩ শতকের কাত ৭।৯ আঃ ২৫৲ খং ২০৮ রায়ত স্থিতিবান

৩২৭ খাং ডিঃ ঐ দেং বিবি লালমননেসা দাবি ৫১৶৬ মৌজাদি ঐ ৩৪৪ শতকের কাত ৬৮০ আঃ ৪৫৲ খং ৩৪০, ৩৪১ ঐ স্বত্ব

৩১৭ খাং ডিঃ ঐ দেং অহেদুল্লা মাঝি দিং দাবি ৭৫৶৩ থানা ঐ মৌজে শঙ্করপুর ২-৩৬ শতকের কাত ১১॥৶৩ আঃ ৭০৲ খং ৫০ ঐ স্বত্ব

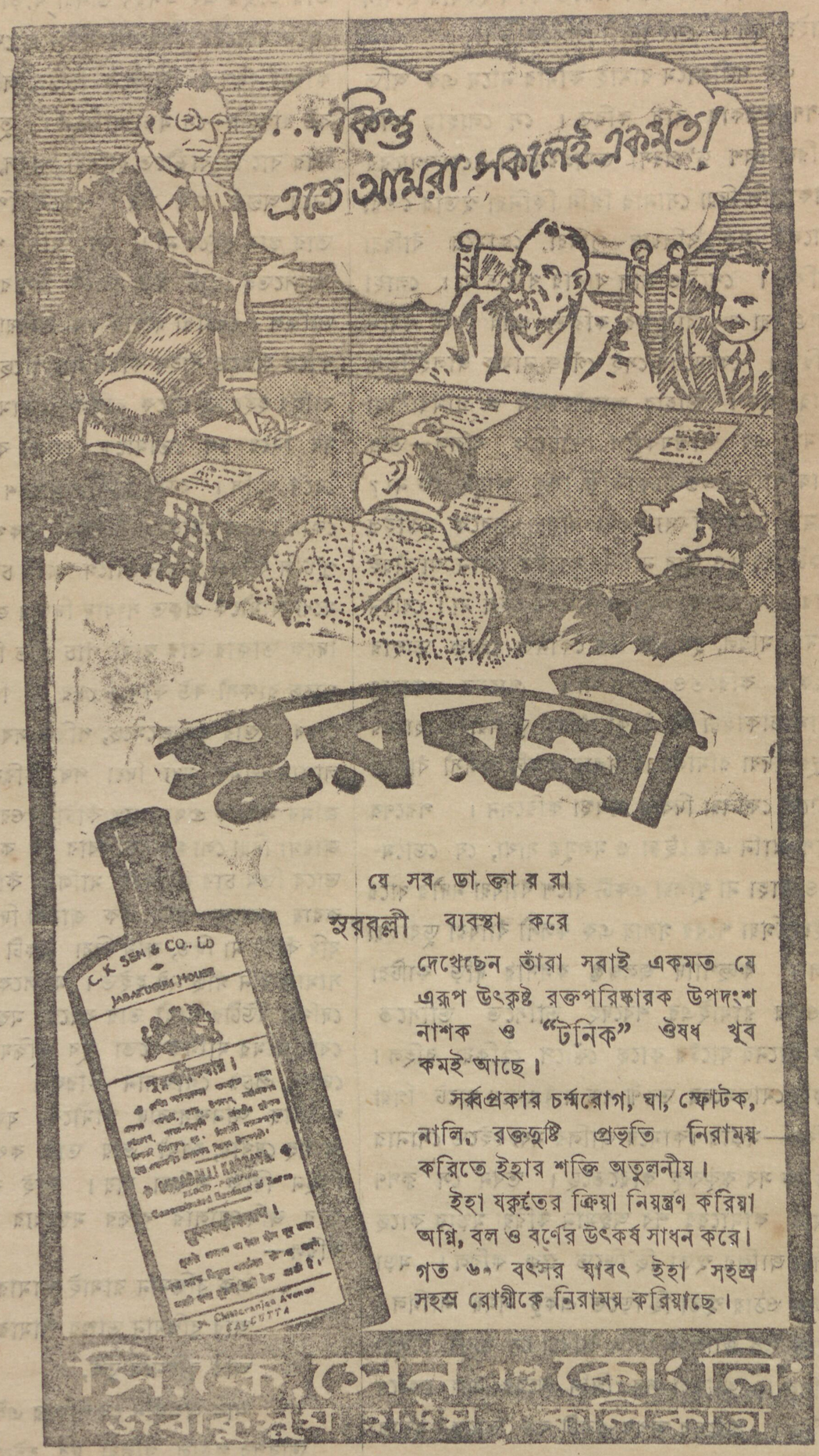

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত